

শর'ঈ পর্দা

মুফতী মনসূরুল হক
www.islamijindegi.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
<u>ভূমিকা</u>	২
<u>পর্দার সূচনা</u>	৪
<u>পর্দার ব্যাপারে কুরআনের বিধান</u>	৭
<u>পর্দার হুকুম হাদীসের আলোকে</u>	১৪
<u>যুক্তির আলোকে পর্দার প্রয়োজনীয়তা</u>	১৮
<u>পর্দাহীনতার কুফল</u>	২৩
<u>পর্দা করার সময় ও পরিমাণ</u>	৩২
<u>পর্দার স্তর বিন্যাস</u>	৩৫
<u>পর্দার শর্তাবলী</u>	৩৭
<u>পুরুষগণ দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে</u>	৪২
<u>মহিলাগণ দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে</u>	৪৬
<u>পর্দানশীন মহিলাদের পর্দা</u>	৫২
<u>মহিলাদের তিলাওয়াত শ্রবণ বা ছবি</u>	৫৬
<u>দুধভাই-বোন ও যুবতী শাশুড়ীর পর্দা</u>	৫৯
<u>মার্কেটিং, অনুষ্ঠানে যাওয়া, চাকুরী করা</u>	৬১
<u>মহিলাদের তা'লীম তরবিয়্যত</u>	৬৪
<u>মহিলাদের তাবলীগ</u>	৬৬
<u>অভিভাবকের আদেশে পর্দা ভঙ্গ করা</u>	৬৮
<u>বেপর্দা মেয়ের প্রতি পিতার করণীয়</u>	৭২
<u>বেপর্দা ও অবাধ্য স্ত্রীর প্রতি স্বামীর করণীয়</u>	৭৫
<u>অবাধ্য স্বামীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট</u>	৭৮

ভূমিকা

আল্লাহ রাক্বুল আ'লামীন মানুষকে আশরাফুল মাখলূকাত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই প্রেক্ষিতে তার উপর শরীয়তের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষের মধ্যে দু'টো শক্তির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তার একটি মনুষ্যত্ব, অপরটি পশুত্ব। জীবন চলার পথে তাই মানুষ যেন তার পাশবিক শক্তিকে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যথাযথ মর্যাদা সহকারে বেঁচে থাকতে পারে সেজন্য মহান রাক্বুল আ'লা মীন তাদের উপর বিভিন্ন বিধান বিশেষ করে পর্দা ফরয করে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে মানুষ যৌন অনাচার ও পাশবিকতা থেকে মুক্তি লাভ করে প্রকৃত আশরাফুল মাখলূকাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে।

বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের পর্দার মাসআলার ব্যাপারে ইলম না থাকায় আশরাফুল মাখলূকাত হিসাবে তার মর্যাদা বজায় থাকছে না। সমাজের এ অভাব দূর করার লক্ষ্যে কিতাবটি প্রকাশ করার জন্য খিদমত ও দাওয়াত ফাউন্ডেশন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা এর উসিলায় মুসলিম মিল্লাতকে উপকৃত করুন। আমীন!

মুফতী মনসূরুল হক

باسمه تعالى

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد

পর্দার সূচনা

বুখারী শরীফে হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত এক রয়নায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত উমর রা. একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কাছে বিভিন্ন ধরনের লোক আসা-যাওয়া করে, আপনি নিজ পত্নীগণকে পর্দা করার আদেশ দিলে খুবই ভাল হত। এ পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত-

واذا سالتن من متاعا فسلو من وراء حجاب الاية
অবতীর্ণ হয়। (বুখারী শরীফ-২/৭০৬)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহাভ্যন্তরে নিঃসংকোচে, অবাধে প্রবেশ ও অবস্থানকে নিষেধ করে উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে পর্দা প্রথার সূচনা হয়েছে।

হিজাব বা পর্দা কি? পর্দা হচ্ছে আবরণ। যে আবরণ দিয়ে দেহ আচ্ছাদিত করা হয়। আর দেহকে শর’ঈ ভাবে আবৃত করার দ্বারাই অন্তরকে পবিত্র রাখা সম্ভব।

দেহ বাদ দিয়ে মনকে খোদাভীতির দ্বারা আচ্ছাদিত করে মন পবিত্র রাখা সম্ভব নয়।তাই কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে-‘পর্দা তোমাদের ও তাদের (মহিলাদের) অন্ত করণ পবিত্র রাখার সর্বোত্তম ব্যবস্থা।’(সূরা আহযাব-৫৩)

পর্দার ব্যাপারে কুরআনের বিধান

(১) আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

واذا سالتموهن متاعا فسئلوهم من وراء حجاب الاية

এ আয়াতের শানে নুযূলের বর্ণনায় বিশেষভাবে নবীপত্নীগণের উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্যে নাযিল হয়েছে। (মা‘আরিফুল কুরআন-৭/১৩১)

উক্ত আয়াতের বিধানের সারমর্ম এই যে, বেগানা মহিলাদের নিকট থেকে পর পুরুষদের কোন ব্যবহারিক বস্তু, পাত্র ইত্যাদি নেয়া জরুরী হলে পুরুষগণ সামনে এসে নেবে না; বরং পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। আরও বলা হয়েছে যে, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে শয়তানের কু-মন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশে দেয়া হয়েছে। (সূরা আহযাব-৫৩)

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, উক্ত আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুণ্যাত্মা

পত্নীগণকে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে, যাদের অন্তরকে পাক-সাফ রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم تطهيرا

অর্থ: আল্লাহ তা‘আলা তো কেবল তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে চান। (সূরা আহযাব, ৩৩)

অপরদিকে যে সব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিধান দেয়া হয়েছে, তারা হলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কিরাম, যাদের মর্যাদা নবীগণের (আ.) পরে সকলের উর্ধ্বে। সকল মুসলমান, গাওস, কুতুব ও আবদালের মর্তবা একজন সর্বনিম্ন সাহাবীর সমান হতে পারে না, এ কথার উপর উম্মতের ইজমা হয়ে গেছে; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদের আন্তরিক পবিত্রতা রক্ষা এবং শয়তানের কু-মন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্যে পুরুষ ও নারী সাহাবা রা.গণের মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ এমন কোন পুরুষ আছে, যে তার মনকে সাহাবায়ে

কিরামের মন অপেক্ষা এবং এমন কোন মহিলা আছে যে, তার মনকে পুণ্যাত্মা নবী পত্নীগণের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবী করতে পারে? আর এটা কিভাবে হতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোন অনিষ্টের কারণ হবে না? (মা'আরিফুল কুরআন-৭/২০০)

(২) আরো ইরশাদ হয়েছে-

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى

অর্থ:(হে মুমিন মহিলাগণ!) তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং পূর্বের জাহিলী যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বের হবে না। (সূরা আহযাব-৩৩)

উক্ত আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত আসল হুকুম এই যে, নারীগণ গৃহেই অবস্থান করবে। অর্থাৎ, জরুরী প্রয়োজনে শর'ঈ অনুমতি ব্যতীত তারা বাইরে বের হবে না। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, যেভাবে ইসলামপূর্ব অজ্ঞ ও অন্ধ যুগে নারীরা প্রকাশ্যভাবে বেপর্দায় চলাফেরা করত, তোমরা কখনো সে রকম চলাফেরা করো না।

বর্ণিত আয়াতে পর্দা সম্পৃক্ত দু'টি বিষয় জানা গেল-

প্রথমতঃ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা‘আলার নিকট নারীদের বাড়ী থেকে বের না হওয়াই কাম্য। গৃহকর্ম তথা গৃহের আভ্যন্তরীণ কর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতেই তারা পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে। যেমন স্বামীর সেবা যত্ন, সন্তানদেরকে দ্বীনী ও কুরআনী তা‘লীম, স্বামীর সংসার ও সম্পদের সংরক্ষণ, মহিলা মহলে দ্বীনের দাওয়াত ও তা‘লীম এবং নিজের ইবাদত বন্দেগীই তার জীবনের মূল লক্ষ্য।

দ্বিতীয়তঃ শর‘ঈ প্রয়োজনের তাকীদে যদি নারীকে বাড়ী থেকে বের হতেই হয়, তাহলে তার বের হওয়া জায়েয আছে বটে, তবে শর্ত হল যেন সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে বের হয়। বরং চেহায়াসহ গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে, এমন বোরকা অথবা এমন বড় আকারের চাদর ব্যবহার করে বের হবে। (মা‘আরিফুল কুরআন, ৭/১৩৩)

(৩) কুরআন শরীফে আরো ইরশাদ হয়েছে-

ينساء النبي لستن كاحد من النساء الخ

অর্থ: হে নবী পত্নীগণ! (উদ্দেশ্য উম্মতের সকল মহিলা)
(মা‘আরিফুল কুরআন, ৭/১৩১)

তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে

ভয় কর, তাহলে পরপুরুষের সাথে এমন কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, যার ফলে যে ব্যক্তির অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে কু-বাসনা করবে। আর তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। (সূরা আহযাব, ৩২)

উক্ত আয়াতটিও নারীদের পর্দা সম্পর্কিত, তাদের কণ্ঠ ও বাক্যালাপ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আয়াতে *فلا تخضعن بالقول* এর ব্যাখ্যা হচ্ছে যদি, পরপুরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাহলে বাক্যালাপের সময় নারী কণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা কৃত্রিমভাবে পরিহার করবে। অর্থাৎ, এমন কোমলতা যা শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনা সঞ্চার করে, তার কোন সুযোগ দিবে না। যেমন এর পরে ইরশাদ হয়েছে- *فيطمع الذي في قلبه مرض*, এরূপ কোমল কণ্ঠে বাক্যালাপ করেনা, যা ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর বিশিষ্ট লোকের মনে কু-লালসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

মোদ্বাকথা, নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিত, যাতে কোন অপরিচিত দূর্বল ঈমান বিশিষ্ট লোকের অন্তরে কোন কামনা ও লালসা সৃষ্টি করা তো দূরের

কথা, তার নিকটেও ঘেঁষবে না। বরং তার বিরুদ্ধ অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। (মা'আরিফুল কুরআন-৭/১৩২)

স্বর্ণযুগের সোনার মানুষ পুণ্যাত্মা নবীপত্নীগণকে যদি স্বর্ণযুগের স্বর্ণমানব সাহাবায়ে কিরামের সাথে পর্দার আড়াল সত্ত্বেও কথা বলার ক্ষেত্রে এমন কড়া নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে যে, তাদের কণ্ঠ ও বাক্যালাপও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তাহলে আধুনিক যুগের নারী-পুরুষদের কি পর্দার প্রয়োজন নেই? অথবা পর্দার প্রয়োজন থাকলেও তাদের কণ্ঠ ও বাক্যালাপ নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রয়োজন নেই? অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে, যা বলার অপেক্ষা রাখে না; বরং বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর সে প্রয়োজন আরো তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

(৪) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

يايها النبي قل لازواجك وبتك ونساء المؤمنين يدنين
عليهن من جلايبهن الخ

অর্থ:হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের বড় চাদরের বিশেষ অংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে

তাদেরকে (আযাদ মহিলা হিসাবে) চেনা সহজ হবে।
ফলে তাদেরকে কেউ কষ্ট দিবে না। (সূরা আহযাব-৫৯)

উল্লেখিত আয়াতেও নারীদেরকে পর্দার আদেশ দেয়া হয়েছে। আয়াতে বলা হয়েছে- فلا يؤذین- সমস্ত শরীর পর্দায় আবৃত রাখার ফলে তাদেরকে উত্থিত করা হবে না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পর্দাই নারী জাতির নিরাপত্তার রক্ষা কবচ।

(৫) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنت غير
مسفحت ولا متخذات اخدان

অর্থ: অতএব, তোমরা তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর। এমতাবস্থায় যে, তারা সতী-সাধ্বী হবে, ব্যভিচারিণী এবং গোপন বন্ধুত্ব গ্রহণকারিণী হবে না। (সূরা নিসা-২৫)

(৬) আরো ইরশাদ হয়েছে-

واحصنت من المؤمنین و المحصنت من الذین اتوا الکتب من قبلکم اذا
اتیموهن اجورهن محصنین غير مسفحین ولا متخذی اخدان

অর্থ:তোমাদের জন্য হালাল সতী-সাক্ষী মুসলমান নারী এবং তাদের সতী-সাক্ষী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান করে বিবি বানিয়ে নাও। যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত না হও এবং গোপনে তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখ অর্থাৎ গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত না হও। (সূরা মায়দা-৫)

উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা‘আলা পুরুষ ও মহিলাদের উভয়কেই ব্যভিচারিতা এবং বিবাহপূর্ব অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন, যা পর্দা প্রথা রক্ষার কুরআনী নির্দেশ।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলাদের অবাধ মেলামেশা সহশিক্ষার কুফলে আজ বিবাহপূর্ব অবৈধ প্রেম-প্ৰীতি ও যিনা-ব্যভিচারে সয়লাব হচ্ছে এবং কুরআনের নিষেধাজ্ঞার সরাসরি বিরোধিতা করে আল্লাহর গযব নাযিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পর্দার হুকুম হাদীসের আলোকে:

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على
انساء فقال رجل من الانصار يا رسول الله اف رأيت الحمى قال
الحمى الموت

অর্থ : খবরদার! তোমরা বেগানা স্ত্রীলোকের ঘরে প্রবেশ
করো না। তখন জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া
রাসূলুল্লাহ! স্ত্রী লোকদের জন্য স্বামীর ভাই
বেরাদারদের (যেমন- দেবর, ভাণ্ডর, বেয়াই) সম্পর্কে
কি নির্দেশ? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া
সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তারা তো স্ত্রীর জন্য মৃত্যুতুল্য।
অর্থাৎ, মহাবিপদ তুল্য। (তিরমিযী শরীফ-১/ ২২০)

উল্লেখিত হাদীসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীর
শ্বশুরালয়ের আত্মীয়দেরকে মৃত্যুর সাথে তুলনা
করেছেন। মৃত্যুকে মানুষ যেমন ভয় পায়, বেপর্দার
গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য এ সমস্ত আত্মীয়কে তেমন ভয়
করতে বলা হয়েছে। তাই মহিলাদের জন্য দেবর,
ভাণ্ডর, বেয়াই প্রমুখ শ্বশুরালয়ের সকল গায়রে মাহরাম
আত্মীয়ের সাথে কঠোরভাবে পর্দা করা একান্ত
অপরিহার্য।

পর্দা তো সকল পরপুরুষের সাথেই করা অপরিহার্য। কিন্তু শ্বশুরালয়ের আত্মীয়দেরকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে এই কারণে যে, এ সকল আত্মীয়কে আপন মনে করে গৃহের ভিতর প্রশ্রয় দেয়া হয় এবং নিঃসংকোচে খোলামেলাভাবে দেখা-সাক্ষাত ও হাসি-তামাশা করা হয়। যার পরিণাম হয় ভয়াবহ।

বলাবাহুল্য, একজন অপরিচিত পুরুষের পক্ষে কোন বেগানা স্ত্রী লোকের উপর লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ততটুকু সহজ হয় না, যতটুকু সহজ হয় এ সকল আত্মীয়ের পক্ষে।

তাই সকল স্ত্রী লোকের জন্য জরুরী সর্বপ্রকার পরপুরুষের সাথে পর্দা করার পাশাপাশি এ ধরনের গায়রে মাহরাম পুরুষ আত্মীয়দের থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করে রাখা। আর এ সমস্ত পুরুষেরও কর্তব্য নিকট আত্মীয়ের বিবিদের থেকে কঠোরভাবে পর্দা করা।

(২) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

عن ام سلمة رضـ انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه
وسلم وميمونة اذ اقبل ابن ام مكتوم رضـ فدخل عليه فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول
الله اليس هو اعمى لا يبصرنا فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم افعميا وان انتما الستما تبصرانه

অর্থ: উম্মুল মু‘মিনীন হযরত উম্মে সালামাহ রা. বর্ণনা করেন, আমি এবং মাইমুনা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে অন্ধ সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম রা. সেখানে আসতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বললেন, তোমরা তার থেকে পর্দা কর, আড়ালে চলে যাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি তো অন্ধ, আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন না। রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন, তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না? (আবু দাউদ শরীফ-২/ ৫৬৮)

উক্ত হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, পর্দা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই। কোন পুরুষ যেমন কোন পর নারীর প্রতি তাকাতে পারবে না, কোন নারীও তেমনি কোন পরপুরুষের দিকে তাকাতে পারবে না। এখানে সু-দৃষ্টি আর কু-দৃষ্টিরও কোন পার্থক্য নেই। কারণ, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. যেমন

একজন পুত্র স্বভাবের অধিকারী, পুণ্যবান মহান বুয়ুর্গ সাহাবী; অপরদিকে হযরত উম্মে সালামাহ রা. ও মাইমূনা রা. উভয়েই হলেন উম্মত-জননী এবং প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন সঙ্গিনী। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কুদৃষ্টির কথা চিন্তাই করা যায় না। তারপরও পর্দা করতে আদেশ করা হয়েছে। কাজেই সহজেই অনুমেয় যে, পর্দা কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা পালন করা কত জরুরী।

(৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ ফরমান-

عن ابن عمر رض— عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان

অর্থ:নারী হলো গোপনীয় সত্তা। যখন সে ঘর থেকে বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে দৃষ্টি উঁচু করে তাকাতে থাকে। (তিরমিযী শরীফ, ১/২২২)

অর্থাৎ, পরপুরুষদের নযরে তাকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে।

উক্ত হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্য হলো: পর্দার ভেতর থাকাটাই নারীর জন্যে শোভনীয়। যদি কোন নারী ঘর থেকে বের

হয় তখন শয়তান পুরুষদের মনে কু-মন্ত্রণা দেয় এবং মহিলার দ্বারা পুরুষদেরকে ফিতনায় ফেলতে চেষ্টা করে। যেমন এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ‘মহিলারা শয়তানের জাল’। (রাযীন)

অর্থাৎ, পুরুষদেরকে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত করে আল্লাহ তা‘আলার আযাবে নিপতিত করার জন্য শয়তানের বড় মাধ্যম হল মহিলা। শয়তান যখন গুনাহে লিপ্ত করার সর্বপ্রকার মাধ্যম হতে নিরাশ হয়ে যায়, তখন মহিলাদেরকে ব্যবহার করে।

(৪) আরো ইরশাদ হয়েছে-

عن عائشة رضـ ان اسماء بنت ابى بكر رضـ دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها ثياب وقاق فاعرض عنها وقال يا اسماء ان امرأة اذا بلغت المحيض لن يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا و اشار الى وجهه وكفيه-

অর্থ: হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, হযরত আসমা রা. একবার পাতলা কাপড় পরিহিতা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করলে তিনি তাঁর দিক থেকে চেহারা ফিরিয়ে নেন এবং বলেন, হে আসমা! কোন মেয়ে যখন সাবালিকা হয়

তখন তার মুখমণ্ডল ও হাতের কজি ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ খোলা রাখা জায়েয নেই। (আবু দাউদ শরীফ-২/ ৫৬৭)

উল্লেখ, অন্য বর্ণনায় বেগানা পুরুষদের সামনে মেয়েদের মুখমণ্ডল ও হাতের কজি খোলা রাখতেও নিষেধ করা হয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া-৪/ ১০৬, কিফায়াতুল মুফতী-৫/৩৮৮)

যেমন- হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عن قيس بن شماس وض — قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها ام خلاد وهى متنقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خئت تسألين عن ابنك وانت متنقبة فقالت ان ارزا ابني فان ارزا حياى

অর্থ: হযরত কায়স ইবনে শামমাস রা. বর্ণনা করেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এলো। তাকে উম্মে খাল্লাদ বলে ডাকা হত। তার মুখ ছিল নেকাবে ঢাকা। সে আল্লাহর পথে তার শহীদ পুত্র সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জানতে এসেছিল।

তখন তাকে এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার পুত্র সম্পর্কে জানতে এসেছ, আর মুখে নেকাব। তখন হযরত উম্মে খাল্লাদ রা. তাকে উত্তরে বললেন, আমি আমার ছেলেকে হারিয়ে এক বিপদে পড়েছি। এখন লজ্জা হারিয়ে তথা মুখমণ্ডলসহ গোটা শরীর পর্দা না করে কি আরেক বিপদে পড়ব? (আবু দাউদ-১/ ৩৩৭)

উপরোক্ত হাদীস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মেয়েদের পর্দা তথা মোটা ও ঢিলা-ঢালা কাপড় দ্বারা চেহারাসহ সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা জরুরী। পরপুরুষকে শরীরের কোন অংশ তারা দেখাতে পারবে না।

(৫) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

عن بريدة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى رضـ يا على لا تتبع النظرة فان لك الاولى وليست لك الاخرة-

অর্থ: হযরত বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে আলী! তুমি হঠাত কোন মহিলার উপর দৃষ্টি পড়ার পর দ্বিতীয়বার ইচ্ছা করে তাকাবে না। কারণ, প্রথমবার অনিচ্ছাকৃত তাকানো তোমার জন্য মাফ হলেও দ্বিতীয়বার ইচ্ছাকৃত

তাকানো মাফ নয়। (আবু দাউদ শরীফ-১/২৯২)

চিত্তা করুন, ৪র্থ খলীফা এবং চার তরীকা তথা চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া সোহরাওয়ার্দিয়ার সকল পীরের পীর হযরত আলীরা। তাঁর জন্য হাদীসে পাকে এ নির্দেশ, তাহলে উম্মতের অন্যান্য পুরুষের জন্য পর্দার হুকুম যে কত কঠিন হবে, তা তো সহজেই অনুমেয়।

যুক্তির আলোকে পর্দার প্রয়োজনীয়তা

হকীমুল উম্মত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী খানভী রহ-এর একমাত্র জীবিত খলীফা মুহিউস সুন্নাহ, বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব দা. বা. বলেন, আপনারা বাজার হতে যখন গোশত বা কোন পণ্য খরীদ করে আনেন, তখন সেটাকে অত্যন্ত হিফাযতের সাথে ঢেকে আনেন, যাতে কাক ইত্যাদি উক্ত গোশত নিতে না পারে। তেমনিভাবে একশত টাকার নোট ভিতরের পকেটে সীনার সাথে মিশিয়ে রাখেন, যাতে চোর পকেট কেটে টাকা নিতে না পারে। খাদ্যদ্রব্যকেও ঢেকে রাখা হয়, যাতে হুঁদুর, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণী তা খেয়ে না ফেলে।

এখন আপনারাই বলুন! মহিলাদের মূল্য কি আপনাদের নিকট এক সের গোশত, একশত টাকার নোট বা সামান্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের চেয়েও কম যে মহিলাদের হিফায়তের জন্য পর্দায় রাখতে আপনারা যত্ববান নন?

অপরদিকে গোশত নিজে উড়ে কাকের নিকট, একশত টাকার নোট চোরের নিকট, খাদ্যদ্রব্য হুঁদুরের গর্তে একা যেতে পারে না। তা সত্ত্বেও এত হিফায়তের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু মহিলাদের তো নিজেদের উড়ার ক্ষমতা রয়েছে অর্থাৎ, মহিলাদের কারো প্রেমের জালে আবদ্ধ হয়ে পলায়নের ক্ষমতা রয়েছে। এরপরও কি তাদের দ্বিনী তা'লীম ও পর্দার ব্যবস্থা দ্বারা হিফায়তের প্রয়োজন নেই? অনেকেই আমরা নিজেদেরকে বুদ্ধিজীবী দাবী করি। সত্যিকারার্থে বুদ্ধিজীবী হয়ে থাকলে চিন্তা করে দেখা উচিত যে, মহিলাদেরকে পর্দায় রাখার প্রয়োজন আছে কিনা? (মাজালিসে আবরার পৃ. ৩২)

তাছাড়া দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি ও মহিলাদের হিফায়তের জন্যই আল্লাহ তা'আলা পর্দার বিধান চালু করেছেন। পর্দাই নারীর সারা জীবনের নিরাপত্তার চাবিকাঠি। কারণ, মানুষের রূপ-লাবণ্য, সৌন্দর্য ও যৌবন ক্ষণস্থায়ী, যৌবনের রূপ-লাবণ্যের আকর্ষণ

বার্ধক্যে আর থাকে না। সুতরাং, স্ত্রী বার্ধক্যে উপনীত হলে তার প্রতি স্বামীর যৌন আকর্ষণ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে।

এ পরিস্থিতিতে পর্দার বিধান না থাকলে স্বামী রাস্তার বেগানা যুবতী মহিলাদের রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তার পিছনেই দৌড়াবে, তাদেরকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, জীবন সঙ্গিনীর কোন খবরই নিবে না। পরিশেষে বৃদ্ধা বয়সে মহিলাদের পরিণাম এই দাঁড়াবে যে, সুখের জীবন আঙুনে দাউ দাউ করে জ্বলবে। বার্ধক্যে তার দেখাশুনার কেউ থাকবে না, অথচ বার্ধক্যে দেখাশুনার প্রয়োজন আরো বেশি।

সুতরাং কুরআন-হাদীস ছাড়াও যুক্তি বা বিবেকের দাবীও এটা যে, পর্দা নারী জাতির ইজ্জতকে হিফায়ত করে; তাদের জীবনকে করে সুখময়।

তাছাড়া পর্দা কখনো মহিলাদের জন্য অপমানজনক নয়। আপনি স্বর্ণ-রূপা, হীরক খণ্ড কিভাবে লোকচক্ষু থেকে আড়াল করে হিফায়ত করেন? আলমারীর সিন্দুক, তার মধ্যে কুঠরী, তার মধ্যে ঐগুলোকে রাখেন। এতে কি ঐসব বস্তুর অবমাননা হয়? না-কি সেগুলো

অতিমূল্যবান হওয়া প্রমাণিত হয়? পর্দার বিষয়টি ঠিক অনুরূপ। তাদের অধিক মূল্যবান (এমন কি নবী ওলীগণও তাদের পেটে জন্ম নিয়েছেন) হওয়ায় তাদের হিফাযতের লক্ষ্যে পর্দার হুকুম দেয়া হয়েছে।

পর্দাহীনতার কুফল

পর্দা শরীয়তের অবধারিত ফরয বা অত্যাবশ্যকীয় বিধান। এটা পালন করলে যেমন প্রভূত শান্তি, সম্মান লাভ হয় এবং আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভ হয়, তেমনিভাবে এটা লঙ্ঘন করলে হয় অসংখ্য, অপূরণীয় ক্ষতি। পর্দার বিধান লঙ্ঘন করলে ধর্মীয়, আত্মিক, পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন অনিষ্ট ও ধ্বংস-বিপর্যয় দেখা দেয়।

বেপর্দা ও বেহায়াপনার গুনাহ শুধু নিজের মধ্যেই সীমিত থাকে না এবং বেপর্দা মহিলাই শুধু এর দ্বারা প্রভাবিত হয় না, বরং এর দ্বারা বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, যিনা-ব্যভিচার, ধর্ষণ ইত্যাদি বিস্তার লাভ করে। পুরো সম্প্রদায় এর পার্শ্বিক করুণ পরিণতি এবং আখিরাতের আযাব ভোগ করে।

নারীরা যেহেতু অভিভাবকের অধীনস্থ জীবন-যাপন করে

অর্থাৎ, বিয়ের পূর্বে পিতা ও ভাই, আর বিয়ের পর স্বামী ও পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকে, তাই নারীকে যখন বেপর্দায় চলার দরুন আযাব দেয়া হবে, তখন এই চারজন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পুরুষকে আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

মোদাকথা, বেপর্দা চললে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নারীরা বা অবাধ্যতা করা হয়। বেপর্দার দ্বারা কবীরা গুনাহের ভাগী এবং ইবলীস শয়তানের অনুসারী সাব্যস্ত হয়। পর্দাহীনতা দ্বারা মানুষ অভিশপ্ত হয় এবং আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়। পর্দাহীনতা জাহান্নামের পথ। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী পর্দাহীনতা সমাজে অশ্লীলতা, চারিত্রিক অবক্ষয় ও পশুত্বের খাসলত জন্ম দেয়। নারীদের বেপর্দা চলা ও দেহ প্রদর্শন পুরুষদেরকে অবৈধ ও অশ্লীল কাজের প্রতি উত্তেজিত করে তোলে। ফলে যিনা-ব্যভিচার, ধর্ষণ, অপহরণ, নির্যাতন ইত্যাকার অপরাধ বৃদ্ধি পায়।

পর্দাহীনতার দরুন মানুষ আল্লাহর শাস্তি ও গযব প্রাপ্তির উপযুক্ত হয়ে উঠে। আর এর পরিণতি আণবিক বোমা ও ভূমিকম্পের চেয়েও বেশি বিপদজনক। পর্দাহীনতা

পারিবারিক প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করে এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বস্ততা সৃষ্টি করে। পর্দাহীনতা তালাকের প্রসার ঘটান অন্যতম কারণ। এভাবে পর্দাহীনতা আরো বহু অনিষ্ট ও বিপর্যয় ডেকে আনে, যার থেকে বাঁচা একমাত্র পর্দার মাধ্যমেই সম্ভব।

এ ব্যাপারে মুহিউসসুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব দা. বা. ২০০৩ ইং বাংলাদেশ সফরকালে একটি ঘটনা শুনান, জনৈক ব্যক্তি তার বিশেষ প্রয়োজনে রাতে ঘুম থেকে উঠলে আপন কন্যার ঘরে আওয়াজ শুনতে পেলেন। প্রথমে ডাকাতির আশংকা করলেন, তাই বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর বন্দুক প্রস্তুত করলেন। এরপর দরজা খোলার পর দেখলেন, প্রতিবেশীর ছেলে তার কন্যার সাথে অপকর্মে লিপ্ত। ক্রোধে তিনি গুলি করে উভয়কে একসঙ্গে হত্যা করলেন। দেখুন বেপর্দা কতগুলো সমস্যার কারণ হল।

সুতরাং, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধান পালনার্থে বর্ণিত মারাত্মক কুফলসমূহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর পর্দা করা অপরিহার্য ও ফরয দায়িত্ব।

বস্তুতঃ পর্দাই মানুষের মন, মস্তিষ্ক, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশকে সুন্দর, মার্জিত ও সুখময় রাখতে পারে। আর পরকালীন প্রতিদান ও সুখকর পুরস্কার তো রয়েছেই।

পর্দা সংক্রান্ত জরুরী মাসায়িল মহিলাদের পর্দা করার সময় ও পরিমাণ

মেয়েরা যখন কারীবুল বুলুগ বা বালেগা হওয়ার কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে; অর্থাৎ, তারা নিজেরা কামভাব অনুধাবন করতে পারে এবং তাদের দিকে তাকালে অন্য পুরুষের মনে কামভাব সৃষ্টি হয়, তখন থেকেই তাদের জন্য পর্দা করা জরুরী হয়ে পড়ে। (আহসানুল ফাতাওয়া, ৮/ ৩৭)

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. বলেন, গায়র মাহরাম অনাত্বীয় হলে তাদের থেকে সাত বছর পূর্ব হতেই পর্দা করা উচিত এবং গায়র মাহরাম আত্বীয় হলে সাত বছর থেকেই পর্দা করা উচিত। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে সাবালিকা মহিলা সামনে আসা-যাওয়া করাতে এ পরিমাণ ফিতনার আশংকা থাকে না, যে পরিমাণ আশংকা থাকে কারীবুল বুলুগ মেয়েদের সামনে আসা-

যাওয়া করাতে। (ইসলাহে খাওয়াতীন-৩৭২)

মেয়েদের পর্দার পরিমাণ বা ক্ষেত্র দুটি :এক. মাহরাম পুরুষ যথা বাপ, ভাই প্রমুখ হতে পর্দা করা। দুই গায়র মাহরাম পুরুষ যথা চাচাত ভাই, খালাত ভাই ইত্যাদি হতে পর্দা করা। মেয়েদের পরস্পর পর্দা বা সতর যতটুকু তথা নাভি হতে হাঁটু পর্যন্ত, মাহরাম পুরুষদের ক্ষেত্রে ততটুকু পরিমাণসহ পেট ও পিঠ ঢেকে রাখতে হবে। অর্থাৎ, মাহরাম পুরুষ বাপ, ভাই, ছেলে ইত্যাদি হতে পুরা শরীর ঢাকা যেমন ফরয নয় তেমনিভাবে পূর্ণ শরীর খোলারও অবকাশ নেই; বরং পেট পিঠসহ নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা জরুরী। অবশিষ্ট অংশ মাহরাম থেকে ঢাকা জরুরী নয়। (ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া৬/৩৭৪, ৫/২১১২)

আর গায়র মাহরাম বা বেগানা পুরুষ তথা যাদের সাথে বিবাহ বৈধ তাদের সামনে সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে পর্দা করা জরুরী। শরীরের কোন অংশ তাদের সামনে প্রদর্শন করা জায়েয নেই। (কিফায়াতুল মুফতী, ৫/ ৩৮৭, ৩৮৯)

উল্লেখ্য, প্রথম যমানায় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মহিলাদের মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কজি, পায়ের পাতা খোলা রাখা

তথা পর্দা না করারও অবকাশ ছিল। কিন্তু ফিতনার যমানা হিসাবে উলামায়ে মুতাআখখিরীনের ফাতাওয়া অনুযায়ী পর পুরুষদের সামনে মহিলাদের সম্পূর্ণ শরীর ভালভাবে ঢেকে রাখা জরুরী। (ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া- ৪/১০৬, কিফায়াতুল মুফতী, ৫/ ৩৮৮)

মেয়েদের মুখমণ্ডলসহ সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে পর্দা করার ব্যাপারে ফকীহগণের উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হল

আল্লামা শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. লিখেন, নারীর মুখমণ্ডল দেখলে কু-খেয়াল ও কামভাব সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য নারীর কোন অঙ্গের দিকেই দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। (আল মাবসূত, ১০/১৬০)

আল্লামা ইবনে আবিদ্বীন শামী রহ. লিখেন, বর্তমান ফিতনার যুগে কোন অবস্থাতেই নারীর কোন অঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। তবে অপরিহার্য কোন পর্যায়ে দৃষ্টিপাত করা ভিন্ন কথা। যেমন চিকিৎসক, বিচারক বা সাক্ষী, যারা কোন ব্যাপারে নারীকে দেখে সাক্ষ্য বা ফয়সালা দিতে বাধ্য হয়। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ৬/ ৩৭০)

উক্ত কিতাবের নামায অধ্যায়ে বলা হয়েছে, নারীদের

মুখমণ্ডল বেগানা পুরুষের সামনে খোলা নিষিদ্ধ।
(ফাতাওয়ায়ে শামী, ১/ ৪০৬)

হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. বলেন: চার মাযহাবের সকল ইমামের ঐকমত্যে মহিলাদের জন্য পর্দার কাপড়, বোরকা, বড় চাদর ইত্যাদি দ্বারা সমস্ত দেহ ও মুখমণ্ডল আবৃত করে রাখা অপরিহার্য। (মা'আরিফুল কুরআন, ৭/ ২২০)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাদের জন্য গায়র মাহরাম পুরুষদের সামনে বা রাস্তা-ঘাটে চলার সময় চেহারা খোলা রাখা নাজায়েয। তেমনিভাবে উভয় হাতে মোজা পরিধান করে বের হওয়া এবং উত্তম হল পায়েও মোজা পরিধান করা, পা খোলা না রাখা। (হিদায়া, ৪/৪৫৮, তালীফাতে রশীদিয়া, ৪৮৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/১২৪)

অবশ্য মহিলাদের নির্জনে নামায পড়ার সময় তার মুখমণ্ডল, হাতের কজি ও পায়ের পাতা সতর নয়। সুতরাং নামাযে তা ঢাকা জরুরী নয়। (কিফায়াতুল মুফতী, ৫/৪৩১)

পর্দার স্তর বিন্যাস

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, সময়ের খ্যাতনামা সংস্কারক, হাকীমুল

উন্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী খানভী রহ. কুরআন ও সুন্নাহ-এর ভিত্তিতে মুসলিম মহিলাদের জন্য পর্দাকে তিনটি স্তরে বিন্যাস করেছেন। চাই সে যুবতী হোক বা বৃদ্ধা।

সর্বনিম্নস্তর: মুখমণ্ডল, হাতের কজি এবং পায়ের পাতা ব্যতীত নারীর সমুদয় দেহ পর্দাবৃত রাখা।

মাধ্যমিক স্তর: মুখমণ্ডল, হাত এবং পাসহ সবকিছুই বোরকা দ্বারা আবৃত রাখা।

সর্বোচ্চ স্তর: নারী তার শরীর আবৃত রাখার সাথে সাথে নিজেও পর্দার আড়ালে এমনভাবে থাকা যে, না-মাহরাম পুরুষের দৃষ্টি তার পরিধেয় বস্ত্রের উপরও পতিত না হয়।

প্রত্যেক স্তর কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ও অনুমোদিত। নিম্নে তার কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হল।

প্রথম স্তর সম্পর্কে কুরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে-

ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها

অর্থ: মু'মিন নারীরা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে। (সূরা-নূর, ৩১)

উল্লেখিত আয়াতে **ماظهرمنها** মুফাসসিরগণ লিখেছেন, এর মর্ম হল, মুখমণ্ডল ও কজ্জি পর্যন্ত উভয় হাত। অর্থাৎ মহিলারা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কজ্জি পর্যন্ত খালা রাখতে পারবে। শরীরের অন্য কোন অংশ খোলা রাখতে পারবে না। ফুকাহায়ে কিরাম কিয়াস করে নারীদের উভয় পায়ের পাতাকেও এই দু’অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (তাফসীরে মাযহারী, ৬/৪৯৩)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- **يا اسماء ان المرأة اذا بلغت الخ**
অর্থ: হে আসমা! কোন মেয়ে যখন সাবালিকা হয়, তখন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তার মুখমণ্ডল ও হাতের কজ্জি ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ প্রকাশ করা জায়েয নেই। (আবু দাউদ শরীফ, ২/৫৬৭)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস শরীফের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাদের মুখমণ্ডল, উভয় হাত কজ্জি পর্যন্ত এবং পায়ের পাতা ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখা ফরয বা জরুরী, যা পর্দার সর্বনিম্নস্থর।

দ্বিতীয় স্তর সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

يدنين عليهن من جلابيهن

অর্থ: মহিলারা যেন নিজেদের উপর চাদর টেনে দেয়।

(সূরা আহযাব, ৫৯)

উল্লেখিত আয়াতে ادناء يدينين থেকে উদ্ধৃত। এর শাব্দিক অর্থ নিকটে আনা। جلابب শব্দটি جلابب এর বহুবচন। অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চওড়া চাদর। এই চাদরের আকার আকৃতি সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, এই চাদর উড়নার উপর পরিধান করা হয়। (তাহসীরে ইবনে কাসীর ৩/ ৫২৬)

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে শিরীন রহ. বলেন, আমি হযরত উবায়দা সালমানী রহ.-কে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং বড় চাদরের আকার আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কলে তিনি মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং ادناء ও جلابب এর তাহসীর বাস্তবে দেখিয়ে দিলেন। উক্ত আয়াত পরিষ্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে। তবে রাস্তা দেখার জন্যে এক্ষেত্রে এক চোখ খোলা রাখার অবকাশ আছে। অবশ্য কালো জর্জেটের নেকাব হলে কোন চোখ খোলার প্রয়োজন নেই। (মা'আরিফুল কুরআন-৭/ ২৩৩)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

فقلت يا رسول الله اعلى احدنا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا
تخرج فقال لتلبسها صاحبته من جلبا بها

অর্থ: জনৈকা মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কারো যদি বড় চাদর না থাকে তখন ঈদের নামাযের জন্য কিভাবে ইদগাহে যাবে? (তখন মহিলাদের ঈদের জামা‘আতে যাওয়ার অনুমতি ছিল, বর্তমানে ফিতনার কারণে ওয়াজিয়া জুম‘আ ও ঈদের জামা‘আতে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। কিফায়াতুল মুফতী, ৫/৩৮৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমালেন, উক্ত মহিলার সাথী যেন স্বীয় চাদর দ্বারা তাকে আবৃত করে নেয়। (বুখারী শরীফ, ১/ ৪০, ১৩৪)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের দ্বারা পর্দার দ্বিতীয় স্তর প্রমাণিত হল। অর্থাৎ প্রয়োজনের তাকিদে ঘর হতে বের হওয়ার সময় বড় চাদর বা বোরকা ইত্যাদি দ্বারা সমস্ত শরীর ঢেকে বের হওয়া। এ ব্যাপারে আরো কতিপয় শর্ত সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে।

পর্দার তৃতীয় স্তর সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى

অর্থ: তোমরা (মুসলিম মহিলাগণ) নিজ গৃহে অবস্থান

করবে, বর্বর যুগের মহিলাদের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বের হবে না। (সূরা আহযাব, ৩৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وإذا سألتموهن متاعا فسلوهن من وراء حجاب

অর্থ: যখন তোমরা মহিলাদের নিকট কোন খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও। (সূরা আহযাব, ৫৩)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان

অর্থ: মহিলারা গোপন বস্তু, পর্দায় থাকার যোগ্য। তারা যখন ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে দৃষ্টি উঁচু করে তাকাতে থাকে। অর্থাৎ তার পিছনে লেগে যায় এবং বেগানা পুরুষদের সামনে তাকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে। (তিরমিযী শরীফ, ১/ ২২২)

উল্লেখিত আয়াতদ্বয় ও হাদীসের দ্বারা পর্দার তৃতীয় স্তর প্রমাণিত হল। অর্থাৎ, মহিলারা ঘরে অবস্থান করবে, কথার প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল থেকে কর্কশ ভাষায় বলবে, যাতে না মাহরাম পুরুষের দৃষ্টি মহিলাদের কাপড়েও পড়তে না পারে এবং তাদের দিলের মধ্যে

কু-লোভ সৃষ্টি না হতে পারে।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্দার ক্ষেত্রে মূল এবং শরীয়তের মুখ্য উদ্দেশ্য পর্দার তৃতীয় স্তরই। পর্দার দ্বিতীয় স্তরকেও (মুখমণ্ডল ও হাত-পা ঢেকে বের হওয়া) ফুকাহায়ে কিরাম জরুরী প্রয়োজনের সময় জায়েয বলেছেন। কিন্তু বিভিন্ন হাদীসে এ ব্যাপারে আরো কয়েকটি নির্দেশও বর্ণিত হয়েছে। যথা: সমস্ত শরীর আবৃত করে বের হওয়ার সময় উন্নতমানের আকর্ষণীয় লেবাস পরিধান করবে না; খুশবু ব্যবহার না করা, আওয়াজ সম্পন্ন অলংকারাদী ব্যবহার না করা, রাস্তার কিনারা ঘেঁষে চলা, ইত্যাদি।

তবে বিশেষ প্রয়োজন ও ঠেকার ক্ষেত্রে ফিতনার আশংকা না থাকলে অর্থাৎ অতিশয় বৃদ্ধাদের ব্যাপারে পর্দার নিম্ন স্তরেরও অবকাশ রয়েছে। (মা'আরিফুল কুরআন, ৭/২১৩, ইমদাদুল ফাতওয়া, ৪/১৮১, ইসলামে খাওয়াতীন, ৩৪৩)

অবশ্য ফিতনার আশংকা কোথায় আছে আর কোথায় নেই, তা নির্ধারণের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর ছেড়ে দেননি, বরং তিনি নিজেই তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا الخ

অর্থ: বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে আলাদা পর্দার বস্ত্র খুলে রাখে, তাতে তাদের কোন দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা নূর, ৬০)

অর্থাৎ, যে সব নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে এবং তারা আর বিবাহের উপযুক্ত নয়, বা বিবাহের আশা রাখে না। তারাই এই আয়াতের আলোচ্য নারী সমাজ। সেক্ষেত্রে তারা যদি তাদের পরিধেয় বস্ত্রের উপরের বড় চাদর বা বোরকা খুলে রাখে, তাহলে তাদের কোন ক্ষতি নেই।

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ফিতনার আশংকা শুধু ঐসব বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্যে নেই, যারা রূপ-লাবণ্য হারা হয়ে বিবাহের উপযুক্ত নয়। তারা ব্যতীত যুবতী কিংবা মাঝবয়সী নারীদের মধ্যে ফিতনার আশংকা নেই, এ কথা বলা হয়নি; বরং তাদের মধ্যে ফিতনার পূর্ণ আশংকা রয়েছে। আর এই ফিতনার কারণেই তাদের জন্য মাধ্যমিক ও সর্বোচ্চ স্তরের পর্দা

জরুরী হওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে যুবতী এবং মাঝবয়সী মহিলাদের ব্যাপারে ফিতনার আশংকা সুস্পষ্ট। সুতরাং, একথা বলার কোন অবকাশ নেই যে, তাদের মধ্যে ফিতনার আশংকা নেই। কারণ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

وما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون
-لهم الخير من امرهم

অর্থ: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কাজের আদেশ করলে বা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণের অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ অমান্য করবে। (সূরা আহযাব, ৩৬)

মোদাকথা, সর্বনিম্ন স্তরের পর্দা ফরয বা জরুরী হওয়ার জন্য ফিতনার আশংকার কোন শর্ত নেই বরং সর্বাবস্থায়ই যুবতী ও মাঝবয়সী মহিলাদের জন্য তা ফরয।

আর মাধ্যমিক ও সর্বোচ্চ স্তরের পর্দা ফরয হওয়ার জন্য ফিতনার আশংকা হওয়ার শর্ত রয়েছে। আর

ফিতনার আশংকা শুধু অতিশয় বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্যে নেই। বরং যুবতী ও মাঝবয়সী নারীদের মধ্যে ফিতনার আশংকা রয়েছে। সুতরাং, যুবতী এবং মাঝবয়সী নারীদের সম্পূর্ণ শরীর ঢেকেই পর্দা করা ফরয। (ইসলাহে খাওয়াতীন-৩৪১-৩৪৫)

পর্দার শর্তাবলী

পর্দার উদ্দেশ্য হল সম্পূর্ণ শরীরকে পরপুরুষ থেকে আড়ালে বা ঢেকে রাখা, যাতে পরপুরুষের মনে নারীদের সৌন্দর্য দেখে কু-কামনা-বাসনা সৃষ্টি না হয়। এ উদ্দেশ্যে সফলতা লাভের জন্য নিম্নে পর্দার কয়েকটি শর্ত প্রদত্ত হল :

(১) মহিলাদের এ ধরনের কাপড় পড়া উচিত, যা সম্পূর্ণ শরীরকে আবৃত করে নেয়, যাতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হয় না। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আসমা রা.-কে পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখে বলেছিলেন, হে আসমা! মহিলারা বালিগ হওয়ার পর শরীরের কোন অংশ দৃষ্টিগোচর না হওয়াই সমীচীন। (আবু দাউদ, ২/৫৬৭)

(২) পর্দার কাপড় বা বোরকা ইত্যাদি ডিজাইন ও ফ্যাশন সম্পন্ন না হওয়া।

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন- ولا يبدین زینتھن

অর্থ: মহিলারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। (সূরা নূর-৩১)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- وقرن فی بیوتکن الخ

অর্থ: মহিলারা যেন নিজ গৃহে অবস্থান করে, বর্বর যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে চলাফেরা না করে। (সূরা নূর-৩৩)

(৩) তাদের পরিহিত কাপড় মোটা হওয়া চাই। পাতলা না হওয়া চাই যেন শরীরের গঠন আকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের শেষপর্বে কিছু মহিলার আবির্ভাব হবে, যারা পোশাক পরেও উলঙ্গ থাকবে। তাদের মস্তক উটের পিঠের কুঁজের মত হবে। তারা জান্নাতের স্রাণও পাবে না। (মুসলিম শরীফ-২/ ২০৫)

(৪) কাপড় বা বোরকা টিলা-ঢালা হওয়া উচিত। শরীরের সাথে আঁটসাঁট হয়ে লেগে থাকার দরুন শরীর কাঠামো প্রদর্শিত হয় এমন কাপড় পরা নিষেধ। (আহসানুল ফাতাওয়া-৮/ ২৮)

(৫) কোন আতর, সেন্ট, লিপস্টিক মেখে, অলংকার ও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক ব্যবহার করে বের হওয়া নিষেধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মহিলারা যখন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে কোন সমাবেশের নিকট দিয়া যাতায়াত করে, তখন সে ব্যভিচারিণী মহিলা বলে বিবেচিত হয়। (তিরমিযী ২/ ১০৭)

(৬) মহিলারা পুরুষ সাদৃশ্য পোশাক পরিধান করবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ঐ সব পুরুষ আমার দলভুক্ত নয়, যারা মহিলা সাদৃশ্য পোশাক পরে এবং ঐ সব মহিলা আমার দলভুক্ত নয়, যারা পুরুষ সাদৃশ্য পোশাক ব্যবহার করে। (বুখারী শরীফ-২/ ৮৭৪)

(৭) মু‘মিন মহিলারা কাফের মহিলাদের আকার আকৃতি বা তাদের গঠন প্রকৃতির অনুগামী না হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যারা যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করে তারা তাদের দলভুক্ত। (আবু দাউদ-২/ ৫৫৯)

(৮) রিয়া বা লোক দেখানোর জন্য কোন পোশাক ব্যবহার করবে না। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে : যে

ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভের আশায় কোন পোশাক পরিধান করল, আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তাকে বেইজ্জতীর পোশাক পরিধান कराবেন এবং তার দ্বারা আগুন প্রজ্বলিত করবেন। (আবু দাউদ-২/ ৫৫৮, ইবনে মাজাহ-২৫৭)

পুরুষগণ কোন্ ধরনের মহিলার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে

পুরুষগণ নিম্নে বর্ণিত ১৪ শ্রেণীর মহিলাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করতে পারবে এবং তাদেরকে বিবাহ করা হারাম।

- (১) আপন মা।
- (২) আপন দাদী, নানী ও তাদের উর্ধ্বতন মহিলাগণ।
- (৩) সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রিয় বোন।
- (৪) আপন মেয়ে, ছেলের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত যে কোন কন্যা সন্তান ও আপন ছেলে সন্তানদের স্ত্রী।
- (৫) যে স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক মিলন সংঘটিত হয়েছে তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বামীর কন্যা সন্তান এবং স্ত্রীর মা অর্থাৎ, শাশুড়ী, নানী শাশুড়ী ও দাদী শাশুড়ী।

(৬) ফুফু অর্থাৎ, পিতার সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রৈয় বোন।

(৭) খালা অর্থাৎ, মায়ের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রৈয় বোন।

(৮) ভাতিজী অর্থাৎ, সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রৈয় ভাইয়ের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কন্যা সন্তান।

(৯) ভাগ্নী অর্থাৎ, সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রৈয় বোনের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কন্যা সন্তান।

(১০) দুধ সম্পর্কীয় মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কোন কন্যা সন্তান এবং দুধ সম্পর্কীয় ছেলের স্ত্রী।

(১১) দুধ সম্পর্কীয় মা, খালা, ফুফু, নানী, দাদী ও তাদের উর্ধ্বতন মহিলাগণ।

(১২) দুধ সম্পর্কীয় বোন, দুধ বোনের মেয়ে, দুধ ভাইয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত যে কোন কন্যা সন্তান।

(১৩) যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধা, যার প্রতি পুরুষের কোন প্রকার আকর্ষণ নেই।

(১৪) অপ্রাপ্ত বয়স্কা এমন বালিকা, যার প্রতি পুরুষদের

এখনো যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি।

উল্লেখ্য, ১৩ ও ১৪ নং বর্ণিত মেয়েদের সাথে বিবাহ
জায়েয আছে।

উপরোক্ত মহিলাগণ ব্যতীত পুরুষের জন্য অন্য কোন
মহিলার সাথে দেখা-সাক্ষাত মোটেও জায়েয নয়, বরং
সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। (সূরা নিসা ২৩, তাফসীরে
মাযহারী-২/২৫৪, মা'আরিফুল কুরআন, ২/৩৫৬-৩৬১)

**মহিলাগণ কোন্ ধরনের পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ
করতে পারবে**

মহিলাগণ নিম্নে বর্ণিত ১৪ শ্রেণীর পুরুষদের সাথে
দেখা-সাক্ষাত করতে পারবে এবং তাদের সাথে বিবাহ
হারাম।

- (১) পিতা, দাদা, নানা ও তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ।
- (২) সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।
- (৩) শ্বশুর, আপন দাদা শ্বশুর ও নানা শ্বশুর এবং তাদের
উর্ধ্বতন পুরুষগণ।
- (৪) আপন ছেলে, ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে এবং
তাদের ঔরসজাত পুত্র সন্তান।
- (৫) স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।

(৬) ভাতিজা অর্থাৎ, সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রৈয় ভাইয়ের ছেলে ও তাদের অধঃস্তন কোন ছেলে।

(৭) ভাগিনা অর্থাৎ, সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রৈয় বোনের ছেলে ও তাদের অধঃস্তন কোন ছেলে।

(৮) আপন চাচা অর্থাৎ বাপের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রৈয় ভাই।

(৯) আপন মামা অর্থাৎ, বাপের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রৈয় ভাই।

(১০) দুধ সম্পর্কীয় ছেলে, উক্ত ছেলের ছেলে, দুধ সম্পর্কীয় মেয়ের ছেলে ও তাদের ঔরসজাত যে কোন পুত্র সন্তান এবং দুধ সম্পর্কীয় মেয়েদের স্বামী।

(১১) দুধ সম্পর্কীয় বাপ, চাচা, মামা, দাদা, নানা ও তাদের উর্ধ্বতন পুরুষ।

(১২) দুধ সম্পর্কীয় ভাই, দুধ ভাইয়ের ছেলে, দুধ বোনের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত যে কোন পুত্র সন্তান।

(১৩) যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধ, যার মহিলাদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই এবং তার প্রতি মহিলাদেরও কোন আকর্ষণ নেই।

(১৪) অপ্রাপ্ত বয়স্ক এমন বালক, যার এখনও যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি।

উল্লেখ্য, ১৩ ও ১৪ নং বর্ণিত পুরুষদের সাথে বিবাহ জায়েয। মহিলার জন্য উপরোক্ত পুরুষগণ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা জায়েয নেই, বরং তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।

সুতরাং, মহিলাদের জন্য চাচাত ভাই, খালাত ভাই, ফুফাত ভাই, মামাত ভাই, দেবর, ভাণ্ডর, খালু, ফুফা, চাচাত শ্বশুর, উকিল বাপ, ধর্মবাপ, ধর্মভাই, দুলাভাই, বেয়াই, ননদের জামাই ইত্যাদির সাথে দেখা-সাক্ষাত করা হারাম এবং তাদের সাথে বিবাহ শাদী জায়েয।

উল্লেখ্য, স্ত্রীর বর্তমানে বা তার ইদ্দতের সময় তার বোনকে বিবাহ করা হারাম। (সূরা-নূর-৩১, তাফসীরে মাযহারী-৬/৪৯৭-৫০২, মা'আরিফুল কুরআন-৬/৪০১-৪০৫, হিদায়া-২/৩০৭, ফাতহুল কাদীর-২/১১৭)

পর্দাহীন মহিলাদের সাথে পর্দানশীন মহিলাদের পর্দা করা

পর্দা শরীয়তের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ফরয। যে সকল

সম্ভ্রান্ত মহিলা ইসলামের মহান আদর্শ ও শরীয়তের পর্দার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ফরয নির্দেশ সর্বাবস্থায় যথাযথভাবে মান্য করে চলতে চেষ্টা করে, তাদের পক্ষে বেপর্দা মহিলা, যারা শরীয়তের অত্যাবশ্যকীয় হুকুম পর্দার নির্দেশ উপেক্ষা করে বেপর্দা অবস্থায় লাগামহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা এবং খোলা-মেলা আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি শরীয়তে অনুচিত। কারণ, এ ধরনের মহিলাকে শরীয়তে না মাহরাম পুরুষদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

সুতরাং, পর্দানশীন সম্মানিতা মহিলাগণকে এ ধরনের বেপর্দা মহিলাদের থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা এবং তাদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখা অনুচিত।

উল্লেখ্য, এ সমস্ত মহিলা-পুরুষদের আওতাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বেগানা পুরুষদের জন্য ঐসব বেপর্দা মহিলাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা হারাম। এ ব্যাপারে অনেক লোক ধোঁকার মধ্যে আছে। (মা‘আরিফুল কুরআন-৬/ ৪০৪, আলমগীরী, ৫/৩২৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/১৯৬)

পুরুষদের জন্য মহিলাদের কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ

করা বা মহিলাদের ছবি দেখা জায়েয নেই

মহিলাদের আওয়াজ, কণ্ঠস্বরের ক্ষেত্রেও পর্দা করা উচিত। সুতরাং, মহিলাদের কণ্ঠস্বরকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বেগানা পুরুষ থেকে গোপন রাখা জরুরী। এমনকি বিনা প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকেও পরস্পর কথাবার্তা বলা অনুচিত। একান্ত প্রয়োজনেই কেবলমাত্র পর্দার আড়াল থেকে মহিলারা কৰ্কশস্বরে কথা বলতে পারে।

বালেগা মহিলাগণ কুরআন শরীফ সহীহ করার জন্য শুনাতে চাইলে নিজের স্বামী/মাহরামকে শুনাবে বা বালেগা মহিলাকে শুনাবে, বেগানা পুরুষকে শুনাবে না।

পুরুষদের জন্য বালেগা মহিলাদের তিলাওয়াত শ্রবণ করা আদৌ প্রয়োজনের আওতাভুক্ত নয়। কারণ, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত বা অন্য কোন দ্বীনী আলোচনা শোনার জন্য মহিলাদের কণ্ঠস্বর ব্যতীত আরো যথেষ্ট মাধ্যম রয়েছে।

সুতরাং, মহিলাদের কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করা প্রয়োজনের আওতাভুক্ত নয় বিধায় মহিলাদের তিলাওয়াত পুরুষের জন্য শোনা জায়েয হবে না।

(মা'আরিফুল কুরআন, ৬/৪০৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪/১৯৭, ২০০, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-৯/৪২৩)

বেগানা মহিলাদেরকে দেখা যেমনিভাবে নাজায়েয, তেমনিভাবে টিভি, সিনেমা, পত্র-পত্রিকা ম্যাগাজিন বা অন্যভাবে তাদের ছবি দেখাও নাজায়েয। এতদোভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, বরং ফটো বা ছবি দেখার দ্বারা নাজায়েয পাপের পাশাপাশি তা হৃদয়-যন্ত্রণারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উপরন্তু দেখা ও কল্পনার দ্বারা চোখের যিনার গুনাহ হতে থাকে। তাই বেগানা মেয়েদের ফটো বা ছবি দেখা কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই। বরং এটা দ্বীন-দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকারক ও ধ্বংসাত্মক। (বাইহাকী, হিদায়া-৪/ ৪৫৮, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১/১২৬)

দুখভাই-বোন এবং যুবতী শাশুড়ীর সাথে পর্দা

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতের ন্যায় পর্দাও গুরুত্বপূর্ণ বিধান। নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করলেই আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু পর্দা প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ফরয। অল্প সময়ের জন্যেও ইচ্ছাকৃতভাবে পর্দার খেলাফ চললে কবীর গুনাহ হবে। কাজেই প্রত্যেক নর-নারীর জন্য উচিত

এমনভাবে চলা-ফেরা করা, যেন কোন অবস্থাতেই তার দ্বারা পর্দা লঙ্ঘিত না হয়।

বালিগ ছেলে-মেয়েদের প্রত্যেকের মাহরাম তথা যাদের সাথে বিবাহ অবৈধ বা হারাম অর্থাৎ যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত জায়েয, তা তিন ধরনের সম্পর্কের কারণে হতে পারে : বংশের সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক, দুধ সম্পর্ক। উক্ত তিন ধরনের সম্পর্কের মাহরামের সাথে দেখা-সাক্ষাত মূলত জায়েয।

তবে ফিতনার আশংকায় উলামায়ে কিরাম তাকুওয়া ও পরহেযগারীর লক্ষ্যে কিছু সংখ্যক মাহরামের সাথে দেখা সাক্ষাত জায়েয মনে করা সত্ত্বেও তাদের সাথে মাহরাম সুলভ আচরণ তথা পর্দা করতে বলেছেন। যেমন যুবক বা মাঝ বয়সী শ্বশুর, যুবতী মহিলার জন্য নিজ মেয়ের স্বামী এবং দুধ সম্পর্কীয় ভাই ইত্যাদি।

সুতরাং, বৈবাহিক এবং দুধ সম্পর্কীয় মাহরামদের সাথে দেখা-সাক্ষাত জায়েয হলেও বর্তমান যামানায় ফিতনার আশংকায় তাদের সাথে বংশীয় মাহরামদের ন্যায় ব্যবহার বা চলাফেরা না করা উচিত; বরং পর্দা করাই নিরাপদ এবং নির্জনে তাদের সাথে একত্রিত হওয়া

উচিত নয়। কারণ, আল্লাহ না করুন, যদি কোন মহিলার যুবক শ্বশুর বা মেয়ের স্বামীর সাথে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন না করায় কামভাব নিয়ে স্পর্শ বা এ ধরনের অন্য কোন আচরণ হয়ে যায় তাহলে প্রথম সুরতে তার স্বামী তার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে এবং ২য় ক্ষেত্রে তার মেয়ের স্বামী তার মেয়ের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে, যা মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। (আহসানুল ফাতাওয়া, ৮/৩৬, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১৭/২৭৩)

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নী উম্মুল মু‘মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রা. ও তাঁর পিতা হযরত আবু বকর রা. দু’জনে কোন এক নির্জন স্থানে বসে কোন বিষয়ে পরামর্শ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন তাদের মাঝখানে শয়তান বসে আছে। হঠাৎ তিনি রাগ হয়ে বললেন, খবরদার! কখনো এরূপ নির্জন স্থানে বসবেন না। কারণ, আপনাদের ধোঁকা দেবার জন্য দুষ্ট শয়তান আপনাদের মাঝখানে বসেছিল। আমি তা দেখেছি। এভাবে যে কোন নির্জন স্থানে একজন পুরুষ ও একজন নারী একত্র হলে সেখানে শয়তান হয় তৃতীয়

জন। (তিরমিযী শরীফ, ১/২২১)

উক্ত হাদীস শরীফ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শুধু বৈবাহিক বা দুধ সম্পর্কীয় মাহরাম নয়, বরং স্বামী-স্ত্রী ছাড়া যে কোন ধরনের মাহরামের সাথেও নির্জনে একত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং, বৈবাহিক বা দুধ সম্পর্কীয় মাহরাম বিশেষ করে দুধভাই-বোন এবং যুবতী শাশুড়ীর ক্ষেত্রে মেয়ের জামাতার সাথে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। (শামী, ৬/৩৬৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/২০০, আযীযুল ফাতাওয়া, ৭৫৮, ইসলাহে খাওয়াতীন, ৩৭৬)

মহিলাদের মার্কেটিং বা অনুষ্ঠানে যাওয়া, চাকুরী করা

মহিলাদের স্বীয় দ্বীনদারী টিকিয়ে রাখার জন্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সুউচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন হওয়ার জন্য তাদের কর্তব্য হল সর্বদা বাড়ীর ভিতরে থাকা, কোন অপারগতা বা বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া পর্দা করেও বাড়ী থেকে বের না হওয়া।

বর্তমানে মহিলাগণ আনন্দ ফুটির সাথে যেভাবে মার্কেটে ঘোরাফেরা করছে তা সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং জাহেলিয়াতের বেহায়াপনা। তবে একান্ত প্রয়োজনে অর্থাৎ এমন প্রয়োজন যে, বাড়ীর বাইরে বের না হলে বিশেষ অসুবিধা হতে পারে বা অস্বাভাবিক ক্ষতি হয়ে

যাওয়ার সম্ভাবনা আছে অথবা শর'ঈ কোন দায়িত্ব পালনের জন্য স্বামী বা মাহরাম পুরুষের সাথে পর্দার সাথে বাইরে যাওয়ার অনুমতি আছে। মহিলাদের জন্য মার্কেটিং করা, স্কুল-কলেজের শিক্ষিকা হওয়া, অফিস-আদালতে পুরুষদের সাথে চাকুরী করা পর্দা লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে অনেক দলীল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে কিছু দলীল-প্রমাণ ও ক্ষতির দিক তুলে ধরা হল।

কুরআন কারীমে মহিলাদের উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- *وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ* 'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খ যুগের মেয়েদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বের হবে না।' (সূরা আহযাব-৩৩)

এমনিভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরে হযরত আয়িশা রা. বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্তমান পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে নিষেধ করতেন। (বুখারী, ১/১২০, মুসলিম, ১/১৮৩)

ঐ সময় হযরত উমর রা. মহিলাদের জামা'আতে

হাজির হওয়ার জন্য মসজিদে আসা কঠোরভাবে নিষেধ করে দেন এবং সকল সাহাবা রা. তা মেনে নেন।

দ্বিতীয়ত স্ত্রীর নিজের পক্ষ থেকে জিনিস পছন্দ করাটা স্বামীর প্রতি পূর্ণ ভালবাসা ও বিশ্বাস না থাকার পরিচয় বহন করে। কারণ, লেবাস-পোশাক, অলংকার ইত্যাদি দ্বারা একমাত্র স্বামীকে খুশী করাই স্ত্রীর খোদা প্রদত্ত দায়িত্ব। সুতরাং, যাকে খুশী করা উদ্দেশ্য, তিনি নিজের পছন্দমত জিনিস কিনবেন এটাই তো যুক্তিযুক্ত। নতুবা স্ত্রীর পছন্দ হল কিন্তু স্বামীর নিকট বেচঙ্গা মনে হল, সেক্ষেত্রে তো স্ত্রী স্বামীকে খুশী করতে ব্যর্থ হল এবং তার চেষ্ঠা তদবীরও পণ্ড হল, যা চরম মূর্খতা এবং দুঃখজনক বিষয়।

তাছাড়া মহিলাগণ স্বামীর সাথে বোরকা পরিধান করে মার্কেটে গেলে যদিও তার সৌন্দর্য কোন বেগানা পুরুষ দেখতে পারবে না; কিন্তু সেতো একটি অযথা কাজ করতে গিয়ে নিজে বিভিন্ন পুরুষকে দেখবে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপছন্দনীয় হবার বিষয়টি ইতিপূর্বে একজন অন্ধ সাহাবীর আগমনের ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং, মহিলাদের জন্য উচিত নিজ গৃহে অবস্থান করা। মার্কেটে, পার্কে এবং বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে না যাওয়া; বরং মার্কেটিংসহ বাইরের সকল কাজ-কর্ম স্বামীর উপর ন্যস্ত করে স্বামীর পছন্দকে নিজের পছন্দ বানিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য অর্জন করা।

বর্তমানে দ্বীনদার লোকেরা ওলীমা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মহিলাদেরকেও দাওয়াত করে এবং নিজেদের দ্বীনদারী বহাল রাখার জন্য মহিলাদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা রাখে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, এতে পর্দা তেমন রক্ষিত হয় না। বরং প্রচুর পরিমাণ বেপর্দেগী এবং পোশাক ও অলংকারের প্রদর্শনী হয়ে থাকে। মেয়েরা পুরুষদের মহলে চলে আসে। আবার অনেক স্থানে পুরুষ খাদেম দ্বারা মহিলাদের খানা পরিবেশন করা হয়। তাহলে শর'ঈ পর্দা কোথায় থাকল এবং কোথায় তাদের দ্বীনদারী বজায় থাকল? (আল বাহরুর রায়িক-১/ ৬২৮)

এজন্য হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানবী রহ. কছদুছ ছাবীল (পৃ.৭১) কিতাবে মহিলাদের এ ধরনের অনুষ্ঠানে যেতে নিষেধ করেছেন।

মহিলাদের মধ্যে আপনজনদের দ্বারা খানা পৌঁছান যেত

বা কোন সুযোগে তাদেরকে নিজের বাড়ীতে মহিলাদের মাধ্যমে মেহমানদারী করা যেত; কিন্তু তা না করে দ্বীনদারীর নামে বদদ্বীনী তরীকায় এগুলি করা হচ্ছে, মুসলিম মিল্লাতের জন্য যা বড়ই পরিতাপের বিষয়। আল্লাহর পানাহ। (ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া-১/৩০)

অবশ্য যেসব মহিলার আয়-রোযগারের কেউ নেই, তাদের উচিত বেপর্দা হয়ে আল্লাহকে নারায না করে নিজের ঘরের মধ্যে থেকে সেলাই মেশিনের কাজ করবে, কাঁথা সেলাই করবে, হাঁস-মুরগী পালন করবে। অথবা নূরানী মহিলা মু‘আল্লিমা ট্রেনিং নিয়ে কুরআনের শিক্ষিকা হয়ে নিজ ঘরের মধ্যে বেতন নিয়ে মেয়েদের কুরআন শিক্ষা দিবে।

মহিলাদের তা‘লীম তরবিয়্যত

আল্লাহ তা‘আলার বিধানে মেয়েদের জাগতিক বিষয়াবলীতে সাদাসিধা থাকা এবং বেশি চতুর না হওয়া মর্যাদার বিষয়। এর ব্যতিক্রম হলে তা হবে তাদের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ণকারী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

ان الذين يرمون المحصنت الغفلت الخ-

উক্ত আয়াতে মু‘মিন মহিলাদের গুণাবলীর অন্যতম গুণ

হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। الغفلت অর্থাৎ জাগতিক বিষয়াবলীতে গাফেল বা সাদাসিধা।

তাছাড়া যে সব দ্রুটির কারণে অধিকাংশ মেয়েলোককে জাহান্নামী বলা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম একটি দ্রুটি হলো চালাক-চতুর হয়ে স্বামীকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলা এবং তার অবাধ্য হওয়া। (বুখারী শরীফ, ১/ ৯)

আর আধুনিক শিক্ষার দ্বারা মেয়েরা খুবই দুরন্ত ও চতুর হয়ে এ ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়। সুতরাং, বৈষয়িক শিক্ষা নাবালগ অবস্থায় প্রয়োজন মারফিক দেয়াই যথেষ্ট। এর থেকে বেশি তাদের জন্য শোভনীয় নয় বরং তা তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণকারী।

সুতরাং, উক্ত আয়াতের আলোকে বৈষয়িক শিক্ষা যত বেশি দেয়া হবে ততই তাদের মান-মর্যাদা আল্লাহর নিকট এবং আল্লাহওয়ালাদের নিকট কমতে থাকবে। (ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত-১/ ৩১৪)

ইংরেজরা নারী-পুরুষ সকলের একই সিলেবাস চালু করেছে। এটা তাদের নির্বুদ্ধিতার স্পষ্ট প্রমাণ। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হল, যেহেতু উভয়ের কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন; সুতরাং প্রত্যেকের শিক্ষা

কারিকুলাম এমন হবে যা তার কর্মক্ষেত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ। আর এটাই যুক্তিযুক্ত।

হ্যাঁ, কুরআন-হাদীসের শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

طلب العلم فريضة على كل مسلم

অর্থ:ইলমে দ্বীন অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (ইবনে মাজাহ, ২০)

বর্ণিত হাদীসে ইলম দ্বারা ইলমে দ্বীন বুঝানো হয়েছে- বৈষয়িক বিদ্যা নয়। কাজেই বৈষয়িক বিদ্যা তথা ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হওয়ার পিছনে অযথা সময় ব্যয় না করে দ্বিনী ইলম এবং সাংসারিক বিদ্যা শিক্ষা করা মেয়েদের জন্য জরুরী, যা তার কাজে আসবে।

হাদীসে আরো ইরশাদ হয়েছে-

الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

অর্থ:পৃথিবী পুরোটাই হল সম্পদ, আর পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদ হল পুণ্যবতী মহিলা। (মুসলিম শরীফ, ১/৪৭৫)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রত্যেক পিতার দায়িত্ব

হলো, তার মেয়ের দ্বীনদারী সহ সকল ক্ষেত্রে এমনভাবে গড়ে তোলা যে, পরবর্তীকালে তাকে যেন তার স্বামী দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত বলতে বাধ্য হয়। কাজেই উক্ত হাদীসের ভাষ্যনুযায়ী মেয়েকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিয়ে পুণ্যবতী বানানো জরুরী।

কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে- *وقرن في بيوتكن*

অর্থ:মহিলারা নিজ গৃহে অবস্থান করবে। উক্ত মূলনীতির আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলারা ঘরে চার দেয়ালের ভিতরে অবস্থান করে দ্বীনী ইলম অর্জন কবে। এটাই পর্দার সহায়ক এবং নিরাপদ।

(ক) কাজেই মহিলারা নিজ গৃহে স্বীয় মাহরাম পুরুষ তথা বাপ, দাদা, চাচা, নানা, ভাই, মামা প্রমুখের নিকট থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করবে।

(খ) মাহরামদের মধ্যে যোগ্য আলেম ব্যক্তি পাওয়া না গেলে মহিলারা মহল্লার কোন দ্বীনদার আলেমা মহিলার কাছে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে কুরআন ও ইলমে দ্বীন শিখবে এবং পড়া বা পাঠ সমাপ্ত করেই বাড়ীতে ফিরে আসবে। উক্ত বাড়ীতে পাঠ্য কার্যক্রম ব্যতীত বেশি সময় অবস্থান করবে না। এভাবে দৈনন্দিন যাওয়া আসা করে ইলমে

দ্বীন অর্জন করবে।

(গ) দ্বীনদার আলেমা মহিলাও পাওয়া না গেলে স্বীয় মাহরামের সাথে, পর্দার সাথে কোন হক্কানী আলেমের নিকট গিয়ে ইলম শিখবে। অতঃপর পড়া বা সবক শেষ করে চলে আসবে। অর্থাৎ অনাবাসিকভাবে ইলমে দ্বীন ও জরুরী মাসায়িল শিক্ষা করবে।

হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায় যে, সাহাবায়ে কিরামের রা. মহিলাগণ মাসআলা মাসায়িল জানার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হন এবং তাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করার আবেদন জানান। তাঁদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁদের তা‘লীম তরবিয়তের লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সপ্তাহে একদিন এক বাড়ীতে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণও করে দিয়েছিলেন। (বুখারী শরীফ, ১/২০, ২১)

বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর যে কোন একটির মাধ্যমে মহিলারা ইলমে দ্বীন শিক্ষা করবে এতে আলেমগণের মতানৈক্য নেই। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.ও থানাভবনে দ্বিতীয় পদ্ধতি চালু করেছিলেন। (ইসলাহে খাওয়াতীন, ৪৩৮)

তবে প্রচলিত আবাসিক মহিলা মাদরাসা যেখানে বিভিন্ন ধরনের মেয়েরা একত্রে দীর্ঘদিন বসবাস করে, যেখানে পরহেযগার দ্বীনদার মহিলা এবং পূর্ণ দ্বীনদার নয় এমন মহিলাও পরস্পর একত্রে অবস্থান করে। অথচ পুরুষ শিক্ষকগণ পর্দার কারণে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন না।

অপরদিকে মহিলা শিক্ষিকাগণ মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ করার তেমন যোগ্যতা রাখেন না। এই সুযোগে ভাল-মন্দ ঘরের মেয়েরা অবাধে আলাপ আলোচনা করে, এমনকি অশ্লীল আলোচনা করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। এতে মন্দের সুহবতে ভাল ঘরের মেয়েরাও দুঃশরিত্রা হয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা থাকে।

কাজেই এ ধরনের আবাসিক মহিলা মাদরাসায় বহুবিধ ক্ষতির দিক রয়েছে বিধায় মুহাঙ্কিক উলামায়ে কিরাম প্রচলিত আবাসিক মহিলা মাদরাসাকে পছন্দ করেন না। (ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া, ৯/৪৫, আওরত কী ইসলামী যিন্দেগী, ৭০)

মহিলাদের তাবলীগ

নিজ ঘরের মধ্যে দ্বীন শিক্ষা করার সঠিক ব্যবস্থা থাকলে মহিলাদের তাবলীগ জামা'আতে যাওয়া জরুরী

নয়। ঘরের পুরুষদের থেকে মাসআলা-মাসায়িল শিখতে থাকবে এবং নিজ পরিবার তথা সন্তানাদি এবং মহল্লার মেয়েদেরকে বা তার সাথে দর্শনার্থী মহিলাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত ও তা'লীম দিতে থাকবে। ঘরে অবস্থান করেই দ্বীনের খেদমত আনজাম দিবে।

আর যদি দ্বীন-ধর্ম বিমুখ কোন পরিবারের কোন পুরুষ সদস্য যথা পিতা, ভাই, স্বামী প্রমুখ দ্বীনের দাওয়াত পেয়ে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়; কিন্তু নিজের ইলম না থাকার দরুন অন্যদেরকে দ্বীনদার বানাতে অক্ষম হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে যেমন পুরুষ সদস্যদেরকে পুরুষদের তাবলীগের সাথে জুড়ে দিতে চেষ্টা করবে, তেমনি মহিলাদেরকেও নিজ যিম্মাদারীতে হাক্বানী উলামা কর্তৃক ইজায়ত প্রাপ্ত বিশ্বস্ত আলেমা মহিলার তা'লীম-তাবলীগের সাথে জড়াতে চেষ্টা করবে।

এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সফর করতে হলে স্বামী বা মাহরাম পুরুষ অবশ্যই সাথে থাকতে হবে এবং জামা'আতটি তাবলীগী মারকাযের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। কোন প্রকারের বেপর্দেগীর আশংকা যেন না থাকে। কোথাও যদি মহিলারা হাক্বানী উলামায়ে কিরাম বা মারকাযের অনুমতি ছাড়া নিজেরা স্বতন্ত্রভাবে তাবলীগী কর্মকাণ্ড

চালাতে থাকে, তাহলে অভিভাবক ও মারকায কর্তৃপক্ষ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে তা বন্ধ করে দিবে, নচেৎ দ্বীনের নামে বড় ধরনের ফিতনার দরজা উন্মুক্ত হবে এবং মহিলাগণ মারাত্মক গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হয়ে দ্বীন ঈমান ধ্বংস করে ফেলবে। (ফাতহুল কাদীর-১/৩১৮)

বিভিন্ন এলাকা থেকে এ ধরনের ঘটনার ব্যাপারে ফাতাওয়া বিভাগ ফাতাওয়া তলব করা হয়েছে।

স্বামী, পিতা-মাতা বা অভিভাবকের আদেশে পর্দা ভঙ্গ করা জায়েয নাই

বালেগা মহিলাদের জন্য পর্দা করা ফরয তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ। কোন মাখলুককে খুশী করতে গিয়ে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশকে উপেক্ষা করা বা অমান্য করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহকে অসম্ভষ্ট করে কোন বান্দাকে খুশী করা বা তার কথা মান্য করা জায়েয নাই। বরং সে ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশকেই প্রাধান্য দিতে হবে। (মুসলিম শরীফ, ২/ ১২৪)

আর পর্দা প্রথা মনগড়া নয় বরং কুরআন-হাদীসে এর

ফরয হওয়ার অকাট্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। কাজেই পর্দা ভঙ্গ করা আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করারই নামান্তর, যা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। সুতরাং, স্বামী, মাতা-পিতা বা অভিভাবকের আদেশে পর্দা ভঙ্গ করা জায়েয হবে না। (শামী, ৬/ ৩৮৪)

বেপর্দা মেয়ের প্রতি পিতার করণীয়

ছেলে-মেয়েদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য বাল্যকালেই তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়া মা-বাপের উপর ফরয করা হয়েছে। সেই প্রথম ফরয তরক করার কারণেই আজ বদদ্বিনী পরিবেশে অবস্থান করে এবং দ্বিনী শিক্ষার বদলে নাস্তিক্যবাদী কু-শিক্ষা পেয়ে তারা বিপথগামী হচ্ছে। তাদের বাল্যকালেই দ্বীন ও ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা না দিলে অভিভাবকগণ পরকালে জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

الا كلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ

অর্থ:সাবধান! তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল। আর তোমরা সকলেই তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (তিরমিযী শরীফ, ১/ ২৯৯)

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عن ابي سعيد رضـ وابن عباس رضـ قالا قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه فاذا بلغ
فليزوجه فان بلغ ولم يزوجه فاصاب اثما فانما اثمه على ابيه

অর্থ:রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ
ফরমান, যে ব্যক্তির কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তার
উচিত সন্তানের জন্য সুন্দর নাম রাখা এবং তাকে আদব
তথা দ্বীনী ইলম শিখানো। অতঃপর সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে
তাকে বিবাহ দেয়া। নতুবা এ সন্তান যদি কোন গুনাহে
লিপ্ত হয় তবে এ গুনাহ তার পিতার উপর বর্তাবে।
(বায়হাকী শরীফ)

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মেয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বীনদার, পরহেযগার পাত্র দেখে
তাকে অবিলম্বে বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করা পিতার
বিশেষ দায়িত্ব। সাবালিকা হওয়ার পরও যদি অভিভাবক
তার বিবাহের বন্দোবস্ত না করে এবং এমতাবস্থায় যদি
সে পাপ কাজে লিপ্ত হয়, তবে অভিভাবকও সেই
গুনাহের অংশীদার হবে। (ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম, ৭/৪৩)

নিজের মেয়েকে দ্বীনী শিক্ষা না দেয়ার ফলে বা যথাযথ
খোঁজ-খবর না রাখার দরুন যদি মেয়ে বেপর্দায়

চলাফেরা করতে থাকে, সেক্ষেত্রে পিতা বা অভিভাবকের করণীয় হল মেয়েকে সৎপথে আনার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে অনুমতি প্রাপ্ত মহিলাদের কোন দ্বীনী পরিবেশে ও দ্বীনী তা'লীমের মধ্যে আনা নেয়ার ব্যবস্থা করা।

ততসঙ্গে দ্বীনদার পাত্র দেখে তাকে যথাশীঘ্র বিবাহ দেয়ার ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি তার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দু'আও রোনাযারী করতে থাকা এবং দ্বীন শিক্ষা না দেয়ার কারণে নিজের ভুলের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করা। (ইসলাহে খাওয়াতীন, ৪২৩)

বেপর্দা ও অবাধ্য স্ত্রীর প্রতি স্বামীর করণীয়

পর্দা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত বিধান। তাই এ বিধান পালন করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয। আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর মায়া-মহব্বতের স্থায়িত্বের লক্ষ্যে এবং দাম্পত্য জীবন সুখ ও শান্তিময় করে গড়ে তোলার জন্যই এ বিধান।

কোন মহিলা যদি নির্বুদ্ধিতার কারণে নিজের জন্য যা উপকারী সেই পর্দার বিরোধিতা করে, পর্দা না করে

এবং স্বামীর বলাতেও তার কথা না মানে, তাহলে সে একাধারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং স্বামীর অবাধ্যচারিণী সাব্যস্ত হবে।

এমতাবস্থায় স্বামী সাধ্যমত স্ত্রীকে বুঝাবে। এ ব্যাপারে দ্বিনী বই-পুস্তক পড়তে দিবে। স্ত্রীকে সতর্ক করার জন্য প্রয়োজন হলে একই ঘরে বিছানা আলাদা করে দিবে। এতেও যদি ফল না হয় তাহলে হালকা শাসন করা যেতে পারে। এতেও যদি স্ত্রী সু-পথে না আসে, তাহলে দু’পক্ষের দু’জন দ্বীনদার মুরব্বীর দ্বারা ফয়সালা করতে হবে। এতে ইনশাআল্লাহ ফায়দা হবে।

কোন কারণে এতেও ফায়দা না হলে নিজের ও সন্তানের দ্বীন-দুনিয়ার অনিষ্ট থেকে বাঁচার স্বার্থে স্ত্রীর মাসিক থেকে পবিত্র থাকা অবস্থায় এবং তার সাথে স্বামী সুলভ আচরণ থেকে বিরত থাকা অবস্থায়, রাগমুক্ত হালতে, সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে শরীয়ত মুতাবিক শুধু এক তালাক দিবে। বাইন ইত্যাদি বলবে না, যাতে করে স্ত্রী অনুতপ্ত হয়ে দ্বীনদারী গ্রহণ করলে, তাকে দ্বিতীয়বার গ্রহণ করার সকল রাস্তা খোলা থাকে।

উল্লেখ্য, আমাদের দেশে তালাক দেয়ার পর ফাতাওয়া

তলব করা হয়। এটা গলদ পদ্ধতি। সহীহ নিয়ম হল, প্রথমে তালাকের বৈধতার ব্যাপারে হাক্বানী মুফতীদের থেকে ফাতাওয়া নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করা।

উল্লেখ্য, রাগ অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম, কিন্তু কেউ এ অবস্থায় তালাক দিলে তালাক পতিত হবে। তেমনিভাবে এক সাথে তিন তালাকই পড়ে যাবে।

অনেকে মনে করে শুধু মৌখিক তালাক পড়ে না বরং লিখিত হলে পড়ে, এটা শরীয়তের ব্যাপারে অজ্ঞতার প্রমাণ। কারণ, মৌখিক তালাকও পতিত হয়।

অবাধ্য স্ত্রীকে নিরুপায় হয়ে তালাক দেয়ার পর স্বামীর কর্তব্য হবে দ্বীনদার পর্দানশীন কোন মহিলাকে বিবাহ করার ব্যবস্থা করা। কারণ, একজন দ্বীনদার লোকের জন্য দ্বীনদার পর্দানশীন স্ত্রী হওয়া উচিত। বেপর্দা স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করায় মান-সম্মান নিয়ে জীবন-যাপন করা এবং তার থেকে নেক সন্তানের আশা করা অসম্ভব। (মা'আরিফুল কুরআন, ২/৩৯৯)

তাছাড়া স্ত্রীর পর্দার ব্যবস্থা করা স্বামীর কর্তব্যও বটে। স্বামী যদি এরকম বেপর্দা মহিলাকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে থাকে তাহলে স্বামী অবশ্যই দায়ী হবে। হাদীসে

পাকে ইরশাদ হয়েছে- সাবধান! তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল। আর তোমরা সকলেই তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এই হাদীসের শেষাংশে রয়েছে, একজন পুরুষ তার পরিবারের উপর দায়িত্বশীল। সুতরাং তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। (তিরমিযী শরীফ, ১/ ২৯৯)

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রহ. লিখেন, পরিবারের সকলকে বেপর্দা-বেহায়াপনা ও যাবতীয় পাপাচার থেকে বাধা দেয়া স্বামীর দায়িত্ব, অন্যথায় স্বামীকে দাইয়ুস হিসাবে গণ্য করা হবে। (মিরকাত, ৭/ ১৯৭)

আর দাইয়ুস সম্পর্কে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে যে, দাইয়ুস বেহেশতে প্রবেশ করবে না। (মুসনাদে আহমদ)

অবাধ্য স্বামীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট এবং দ্বীনের পথে আনার পদ্ধতি

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক সুখকর এবং ইহকালীন ও পরকালীন স্থায়ী শান্তির আশায় প্রত্যেক মুসলমান মেয়ের উচিত দ্বীনদার মুত্তাকী ছেলেদের নিকট বিবাহ বসতে চেষ্টা করা এবং অভিভাবকদেরও যিম্মাদারী যে, দ্বীনদার ছেলে দেখে তার নিকট নিজেদের অধীনস্থ

মেয়েদেরকে বিবাহ দেয়ার ব্যবস্থা করা।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে-

إذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ان لا تفعلوه

تكن فتنة في الارض رفساد عريض

অর্থ:কেউ যদি তোমাদের নিকট বিবাহের প্রস্তাব দেয়, যার দ্বীনদারী ও চারিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে অচিরেই বিবাহের ব্যবস্থা কর, নতুবা সমাজে মারাত্মক ফিতনা-ফাসাদ বিস্তারের সম্ভাবনা রয়েছে। (তিরমিযী শরীফ ১/ ২০৭)

এক্ষেত্রে অভিভাবকদের অবহেলায় বা বাস্তব পর্যবেক্ষণের অসম্পূর্ণতায় কেউ বদদ্বীন স্বামীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকলে, তখন তার উচিত স্বামীকে দ্বীনদার বানানোর সকল চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তাকে হাক্কানী আলেমের সাথে সম্পর্ক গড়তে ও তাবলীগ জামা'আতের সাথে জুড়তে উৎসাহিত করা এবং স্বামী যদি সুদ-ঘুষ খেতে অভ্যস্ত থাকে অথবা অন্য কোন অবৈধ রোজগারে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে বিনয়ের সাথে তাকে বুঝাবে যে, আমার দামী দামী খানা-পিনা ও পোশাক, অলংকারের কোন দাবী বা চাহিদা নাই। আমি শুধু এতটুকু চাই যে, আমার জন্য দু'বেলা দু'মুঠো

হালাল ডাল ভাতের ব্যবস্থা করবেন। সাধারণ কাপড় পরাবেন যাতে আমরা আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হই। দুনিয়া তো একভাবে চলেই যাবে। সুতরাং, আপনার রোজগারের মধ্যে কোনভাবে হারামের সংমিশ্রণ যেন না হয় সেদিকে আপনি খুবই সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

সেই সাথে স্ত্রী নিজেও পরিপূর্ণ দ্বীনদারীর সাথে চলতে চেষ্টা করবে। নিজেদের সুন্দর, সুখময় দাম্পত্য জীবনের জন্য সর্বদা আল্লাহর দরবারে দু'আকরতে থাকবে। শরীয়তের আওতায় থেকে স্ত্রী নিজেকে সবসময় সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবে। যাতে স্বামী তার রূপ-লাবণ্যে, সৌন্দর্যে এবং ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে অন্য সব কিছু ভুলে যায় এবং দ্বীনদার হওয়ার চেষ্টা করে।

স্বামীর সাংসারিক কাজে ত্রুটি না ধরে আন্তরিকভাবে তার খেদমত ও সহযোগিতা করবে, তার আয়-উন্নতির ব্যাপারে সহযোগিতা করবে, কোন জিনিসের দাবী করবে না, বেহুদা খরচ করবে না। স্বামী প্রদত্ত প্রত্যেক জিনিসের প্রতি খুশী থেকে তার শুকরিয়া আদায় করবে এবং তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের খেদমত করে দু'আ নিতে থাকবে।

উপরোক্ত কাজগুলো ইনশাআল্লাহ ফলদায়ক হবে এবং

ধীরে ধীরে স্বামী দ্বীনের দিকে ও স্ত্রীর দিকে আকৃষ্ট হতে থাকবে। এরপরও যদি ফল না হয়, স্বামীর বদ-দ্বীনী বাড়তে থাকে, তাহলে নিজের ও সন্তানদের আখিরাতের চিন্তায় মুরব্বীর মাধ্যমে স্বামী থেকে খোলা তালুক গ্রহণ করে তার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার অবকাশ রয়েছে।

উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে অনেক মূর্খ মহিলা যাদু-টোনা, তাবীজ-কবজের মাধ্যমে স্বামীকে নিজের মুঠের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করে, এটা জঘন্য অপরাধ। কারণ, পুরুষদেরকে আল্লাহ তা‘আলা তুলনামূলক জ্ঞান বুদ্ধি বেশি দিয়েছেন, তার অভিজ্ঞতাও বেশী। সুতরাং, সে স্বাধীনভাবে মুরব্বীদের পরামর্শে চললে তার নিজের, বিবি বাচ্চাদের সকলের উন্নতি হবে। সংসারে শান্তি আসবে।

আর যদি অবৈধ পন্থায় তার স্বাধীনতা হরণ করে তাকে বেকুব বা গর্দভ বানিয়ে রাখা হয়, তাহলে এ ধরনের অকেজো স্বামী নিজ স্ত্রীর গোলামী করলেও তার দ্বারা স্ত্রীর নিজেরও কোন কল্যাণ হবে না; বরং ভবিষ্যতে মারাত্মক বিপদে পড়তে হবে।

সারকথা, স্বামীর স্বাধীনতা হরণ করাও নাজায়েয এবং যাদু টোনা করাও হারাম কাজ। আর কোন কোন

অবস্থায় কুফরী কাজ। সুতরাং, কোন অবস্থাতেই স্বামীকে বশ করার জন্য এ সব হারাম কাজ করে নিজের আখিরাতে বরবাদ করবে না। (ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/৮৭, ৬/১৯৮)

আল্লাহ তা‘আলা সকল দম্পতিকে তাঁর হুকুম এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা মত চলে দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত